

১. প্রত্যক্ষ সম্পর্কে গেস্টাল্ট মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করো।

ভেরদাইমার (Wertheimer) কফকা,(Koffka) ও কোয়েলার (Kohler) এই তিন জার্মান মনোবিদ গেস্টাল্ট মতবাদের প্রবর্তক। 'গেস্টাল্ট' (Gestalt)- এই শব্দটির অর্থ হল 'সমগ্রতা'।

প্রত্যক্ষ সম্পর্কে গেস্টাল্ট মতবাদ অনুষ্ণববাদীদের (Associationist) প্রত্যক্ষ সংক্রান্ত মতবাদের বিপরীত মতবাদ। ভুণ্ডট (Wundt), টিশেনার (Titchener) প্রমুখ অনুষ্ণববাদীদের মতে, প্রত্যক্ষ হল অনুষ্ণববদ্ধ বিভিন্ন সংবেদন। অর্থাৎ সংবেদন হল মৌলিক, প্রত্যক্ষ যৌগিক। সংবেদন মুখ্য, প্রত্যক্ষ গৌণ। সংবেদন না হলে প্রত্যক্ষ হয় না। সংবেদন প্রত্যক্ষ-পূর্ব, অর্থাৎ সংবেদন প্রত্যক্ষের আগে ঘটে। সংবেদন কারণ, প্রত্যক্ষ কার্য। সংবেদন জ্ঞানের সরলতম একক। প্রত্যক্ষ যৌগিক। বিভিন্ন সংবেদনের অনুষ্ণববদ্ধতার ফলে প্রত্যক্ষের উদ্ভব হয়। বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ ইত্যাদি সংবেদনের অনুষ্ণববদ্ধতার ফলেই গোলাপ ফুল বা কমলালেবু বা অপর কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হয়।

গেস্টাল্টবাদীরা অনুষ্ণববাদীদের উপরোক্ত অভিমতের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, অনুষ্ণববাদীদের মনোবিদ্যা ইট এবং চুন-সুরকীর মনোবিদ্যা। চুন-সুরকীর দ্বারা যেমন ইটের গাঁথনি হয়, তেমনি যেন অনুষ্ণ-নিয়মের দ্বারা বিভিন্ন সংবেদন যুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয়। কিন্তু গেস্টাল্টবাদীদের মতে প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু একটি সমগ্র একক প্রত্যক্ষ এক অবিচ্ছেদিত মানস-প্রক্রিয়া। প্রত্যক্ষই জ্ঞানের সরলতম একক, সংবেদন নয়।

গেস্টাল্টবাদীদের মূল কথা হল, প্রত্যক্ষই মৌলিক মানস-ক্রিয়া। যখন আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন তাকে কতকগুলি সংবেদনের সমষ্টিরূপে প্রত্যক্ষ করি না, একটি সমগ্র এককরূপে প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু সর্বদা একটা 'সমগ্র রূপ' নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়।

গেস্টাল্টবাদীদের 'সমগ্র' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'সমগ্র' বলতে সাধারণ অর্থে আমরা যা মনে করি গেস্টাল্টবাদীরা তা মনে করেননি। গেস্টাল্ট মতে, 'সমগ্রের' দুটি অংশ আছে: (১) মূর্তি (figure) ও (২) পশ্চাদপট বা পশ্চাভূমি (ground)। মনোযোগের বিষয়রূপে যেটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট সেটি হল মূর্তি এবং আমাদের চেতনার সামনে বাকী সবকিছুই, যা অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট, তা হল পশ্চাদস্পট। প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুকে আমরা সর্বদা এক বিশেষ পশ্চাদপটে প্রত্যক্ষ করি। মূর্তি সর্বদা পশ্চাদপট অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট। আমরা যখন নৈশ আকাশে চাঁদের দিকে তাকাই তখন চাঁদ হল মূর্তি, আর সেই সময়ে চাঁদ ভিন্ন আমাদের অস্পষ্ট চেতনার সকল কিছুই, যথা- নৈশ আকাশ, বাতাস, আমাদের আশে-পাশের লোকজন- এ সকলই পশ্চাদভূমির অন্তর্গত। যখন কোন গান শুনি, তখন সেই গানটি হল মূর্তি, আর যে পরিবেশের মধ্যে আমরা গানটি শুনছি এবং যার সম্বন্ধে আমাদের অস্পষ্ট চেতনা রয়েছে, সে সবই হল পশ্চাদভূমি। তাই সমগ্র হল মূর্তি ও পশ্চাদভূমি উভয়।

৬. স্মৃতির উপাদান । =5

অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিকল্পগুলিকে যথাসম্ভব পুনরুদ্ধার করার সামর্থ্যকে বলে স্মৃতি। 'স্মৃতি' শব্দটি সাধারণত দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়- 'সংরক্ষণ-সামর্থ্য' ও

'পুনরুৎপাদন-সামর্থ্য'। সংরক্ষণ-সামর্থ্য হল 'মনে রাখার সামর্থ্য' আর পুনরুৎপাদন-সামর্থ্য হল 'মনে করার সামর্থ্য'। কাজেই, সাধারণ অর্থে 'স্মৃতি' বলতে আমরা কখনো 'মনে রাখার সামর্থ্যকে', আবার কখনো 'মনে করার সামর্থ্যকে' বুঝি। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে 'স্মৃতি' বলতে এ-দুটি সামর্থ্যকে একত্রে ধরা হয়।

স্মৃতির পাঁচটি উপাদান রয়েছে..(১) শিক্ষণ (learning), (২) সংরক্ষণ (retention), (৩) পুনরুৎপাদন (reproduction), (৪) প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) ও (৫) স্থান-কাল নির্দেশ (localisation of space and time)।

শিক্ষণ: কোন বিষয় স্মরণ করতে হলে সেই বিষয়টিকে পূর্বে ভালো করে দেখতে হয় অথবা শিখতে হয়। যে বিষয় ভালো করে অথবা শিখিনি, যে বিষয় সম্পর্কে আমাদের কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই, তাকে স্মরণ করার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। স্মৃতির উপাদান যে প্রতিকল্প তা পেতে হয় পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে বা পূর্ব-শিক্ষণ থেকে। পুরীর সমুদ্রতট আমরা তখনই স্মরণ করতে পারি যদি তাকে আমরা পূর্বে ভালো করে দেখে থাকি। 'সোনার তরী' কবিতাটি আমরা তখনই স্মরণ করতে পারি যদি পূর্বে সেই কবিতাটিকে আমরা ভালো করে থাকি।

সংরক্ষণ: কোনো কিছু ভালো করে দেখার পর অথবা ভালো করে শেখার পর তার প্রতিকল্পকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করতে হয় অর্থাৎ ধরে রাখতে হয়। শিক্ষণ যত ভালো হয়, সংরক্ষণও তত ভালো হয়। যে বিষয় ভালো করে আয়ত্ত করা হয়নি, তার প্রতিকল্প মনের মধ্যে অস্পষ্ট আকারে থাকে এবং ক্রমশ তা মন থেকে মুছে যায়। শিক্ষালব্ধ বিষয়টিকে প্রতিকল্পের আকারে ভালোভাবে সংরক্ষিত করতে না পারলে ভবিষ্যতে তাকে স্মরণে আনা সম্ভব হয় না। কাজেই সংরক্ষণ বা ধারণক্রিয়া স্মৃতির একটি মুখ্য অঙ্গ।

(৩) পুনরুৎপাদন: পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে মনের মধ্যে ধারণা বা সংরক্ষণ করতে পারলেই স্মরণ হয় না, সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করাও প্রয়োজন। স্মৃতিকে সম্ভব করতে হলে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে যেমন 'মনে রাখতে' হবে, তেমনি তাদের আবার 'মনে করতেও' হবে। মনের মধ্যে সংরক্ষিত অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিকল্পগুলিকে

যথাযথভাবে পুনরুদ্ধিত করাই হল স্মৃতি। কাজেই, সংরক্ষণের ন্যায় পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াও স্মৃতির একটি মুখ্য অঙ্গ।

প্রত্যভিজ্ঞা :- সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনও স্মৃতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে বিষয়টি প্রতিরূপের মাধ্যমে পুনরুৎপাদিত হয়, তা যে স্মরণকর্তারই পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ- এমন বোধও থাকা প্রয়োজন। যাকে আগে জেনেছি তাকেই এখন আবার জানছি- এমন বোধ বা জ্ঞানকে বলে 'প্রত্যভিজ্ঞা'। প্রত্যভিজ্ঞা স্মৃতির একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। 'প্রত্যভিজ্ঞা' বলতে বোঝায় 'পরিচিতি বোধ' এবং পরিচিতি বোধের সঙ্গে অহং-চেতনা যুক্ত থাকে। কাজেই অহং-চেতনাও স্মৃতির একটি অপরিহার্য শর্ত।

স্থান-কাল নির্দেশ: স্মরণ-ক্রিয়া তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন স্মরণের বিষয়টির স্থান-কাল নির্দেশ করা যায়। যে বিষয়টিকে আমরা স্মরণ করি তাকে কোথায় এবং কখন দেখেছি তা নির্দেশ করতে না পারলে স্মৃতির সঙ্গে কল্পনার কোন পার্থক্যই থাকে না। স্মৃতির বিষয়বস্তুটি যে কোন এক সময়ে ছিল বা ঘটেছিল- এমন বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, এবং সেক্ষেত্রে বিষয়টির স্থান-কাল নির্দেশ না করলে চলে না। 'সোনার তরী' কবিতাটি স্মরণ করার সময় যদি আমরা মনে করতে না পারি- কোথায়, কোন্ কাব্যগ্রন্থ থেকে এবং কবে কবিতাটি আয়ত্ত করেছি- তাহলে তাকে 'স্মৃতি' বলা যাবে না। বস্তুত স্থান-কাল নির্দেশ করা না গেলে পরিচিতি বোধই দেখা দেয় না এবং পরিচিতি বোধ না ঘটলে প্রত্যভিজ্ঞাও জন্মায় না। প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যেই স্থান-কালের ইঙ্গিত থাকে।

৭. মনোযোগের বৈশিষ্ট্য

মনোযোগ বলতে বোঝায় এমন প্রকার মানুষ ক্রিয়া যার ফলে চেতনার ক্ষেত্রে সংকুচিত হয়ে চেতনা একটি বিশেষ বিষয়ক কেন্দ্রীভূত হয়।

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য গুলি হল:-

(১) মনোযোগ এক সার্বভৌম মানসক্রিয়া। এমন কোন মানসবৃত্তির উল্লেখ করা যায় না, যাতে মনোযোগ নেই। কি বাহ্য বিষয়, কি মানসিক বিষয়- সকল কিছুর অবগতির ক্ষেত্রে মনোযোগরূপ মানসক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

(২) মনোযোগ সর্বদা উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া। মনোযোগের কোন না কোন লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে। সন্ধানী আলোকের (search light) দ্বারা যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বস্তু আলোকিত হয়, মনোযোগের দ্বারাও তেমনি জ্ঞেয়বস্তুটির অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়ে তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়।

(৩) মনোযোগ চেতনার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে। চেতনা সাধারণত বিভিন্ন বিষয়ে ছড়িয়ে থাকে বা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। মনোযোগের দ্বারা যখন সে-সব বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে মনকে নিবন্ধ করা হয়, তখন কেবল সেই বিষয়টিতে চেতনা কেন্দ্রীভূত হয় এবং অপরাপর বিষয় চেতনা- কেন্দ্রের বাইরে অবস্থান করে। এইভাবে মনোযোগের ফলে, চেতনার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়।

(৪) মনোযোগ নির্বাচনধর্মী। চেতনার ক্ষেত্রের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটিকে নির্বাচন বা গ্রহণ করা এবং অন্যান্যগুলিকে বর্জন করাই মনোযোগের ধর্ম। কোন বিষয়ে মনোযোগ দেবার অর্থ অপরাপর বিষয়ে মনোযোগ না দেওয়া। কাজেই দুটি সুস্পষ্ট দিক আছে- সদর্থক ও নঞর্থক। বিষয় নির্বাচন সদর্থক দিক, বিষয় বর্জন নঞর্থক দিক। নির্বাচিত বিষয়টি মনোযোগের বিষয়, আর বর্জিত বিষয়গুলি অমনোযোগের বিষয়।

মনোযোগ

(৫) মনোযোগ ক্ষণস্থায়ী ও সঞ্চরণশীল। কোন বিষয়ে মনোযোগ অনেকক্ষণ ধরে থাকে না, ক্ষণকাল পরেই এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে সঞ্চালিত হয়।

(৬) মনোযোগ নূতনত্ব-সন্ধানী বা অভিনবত্ব-সন্ধানী। পুরাতন বিষয় থেকে মনোযোগ সাধারণত নূতন ও অভিনব বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। মনোযোগের এই বৈশিষ্ট্যটি মানুষকে আবিষ্কারধর্মী করে তুলেছে। মানুষ তার অভ্যস্ত ও পুরাতনের জগৎ পরিত্যাগ করে নূতন জগৎ আবিষ্কার করতে চায়।

৮. বুদ্ধির সম্পর্কে থার্স্টোন-এর মৌলিক মানসিক সামর্থ্য সম্বন্ধীয় মতবাদ। =5

আমেরিকার প্রখ্যাত মনোবিদ থার্স্টোন স্পীয়ারম্যানকে অনুসরণ করেও নানা বুদ্ধি-অভীক্ষা প্রয়োগ ক'রে পরিসংখ্যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করেন যে, সাধারণ বুদ্ধি সামর্থ্য বা 'g' বলে বস্তুত কিছু নেই-বুদ্ধি হচ্ছে কয়েকটি মৌলিক সামর্থ্যের সমন্বয়। স্পীয়ারম্যানের ন্যায় থার্স্টোনও বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর বুদ্ধি-অভীক্ষা (intelligence test) প্রয়োগ করেন, যদিও স্পীয়ারম্যান থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বিভিন্ন অভীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে থার্স্টোন এএই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বুদ্ধি কোন একক সামর্থ্য ('g') নয়, 'বুদ্ধি' বলতে আসলে বোঝায় সাতটি মৌলিক সামর্থ্য।

এই সাতটি মৌলিক সামর্থ্য হলঃ

(১) বাক্যের অর্থ সম্যভাবে বুঝবার সামর্থ্য অর্থাৎ বাক্যের অর্থবোধ-সামর্থ্য (Verbal comprehension ability, সংক্ষেপে 'V')।

(২) দ্রুত যথাযথ শব্দ প্রয়োগের সামর্থ্য অর্থাৎ সম্যক্রূপে কথা বলার সামর্থ্য (Ability of word fluency, সংক্ষেপে 'W')।

(৩) সংখ্যা ব্যবহার করার সহজ সামর্থ্য অর্থাৎ গাণিতিক সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য (Numerical ability, সংক্ষেপে 'N')।

(৪) স্মৃতি-সামর্থ্য অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে মনে রাখা ও মনে করার সামর্থ্য (Memory, সংক্ষেপে-M)।

(৫) প্রত্যক্ষ করার সামর্থ্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষগোচর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করার সামর্থ্য (Perceptual ability, সংক্ষেপে 'P')

(৫) প্রত্যক্ষ করার সামর্থ্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষগোচর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করার সামর্থ্য (Perceptual ability, সংক্ষেপে 'P')

(৬) স্থানগত সম্বন্ধ নিরূপণ করার সামর্থ্য অর্থাৎ দেশস্থিত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেশগত সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করার সামর্থ্য (Ability to visualise relationship in Space, সংক্ষেপে 'S')।

(৭) আরোহী বা অবরোহী যুক্তি তর্কের সামর্থ্য (Reasoning ability, সংক্ষেপে 'R')।

থাস্টোনের মতে, বুদ্ধি হচ্ছে উপরোক্ত সাতটি সামর্থ্যের এক সম্মিলিত রূপ।

৯. অবচেতন ও নির্জান স্তরের পার্থক্য।

অবচেতন স্তর ও নির্জান স্তরের মধ্যে পার্থক্য আছে:

(১) অবচেতন চেতনা-ক্ষেত্রের (field of consciousness) অন্তর্গত, নিজ্ঞান চেতনা-ক্ষেত্রের বহির্ভূত। অবচেতন স্তরের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির অস্পষ্ট চেতনা থাকে, কিন্তু নির্জ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির কোনরূপ চেতনাই থাকে না।

(২) অবচেতন মন অবদমিত কামনা-বাসনার আশ্রয়স্থল নয়। অপরপক্ষে, নিজ্ঞান অবদমিত কামনা-বাসনার আবাসস্থল। অবচেতনে থাকে নিরুদ্ধ ইচ্ছা, নিজ্ঞানে থাকে অবদমিত ইচ্ছা। আমরা জ্ঞাতসারে ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ করি, কিন্তু অবদমন সম্পূর্ণ নিজ্ঞান প্রক্রিয়া।

(৩) অবচেতন স্তরের মানস-বৃত্তিগুলি স্বরূপে চেতন স্তরে প্রকাশ পায়, কোনরূপ বিকৃতি ঘটে না। অবচেতন-মানসবৃত্তি ও চেতন-মানসবৃত্তির মধ্যে স্বরূপগত বা প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য কেবল মাত্রাগত। চেতন-স্তরের মানসবৃত্তি স্পষ্ট, অবচেতন-স্তরের মানসবৃত্তি অস্পষ্ট। অপরপক্ষে, নির্জ্ঞানের মানস-বৃত্তিগুলি স্বরূপে প্রকাশ পায় না, তার ছদ্মরূপে বা বিকৃতরূপে প্রকাশ পায়। কাজেই, নিজ্ঞান মানস-বৃত্তি ও অবচেতন-মানসবৃত্তির মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য আছে।

(৪) অবচেতন মানসবৃত্তি কখনও মানসিক রোগের লক্ষণরূপে প্রকাশ পায় না। পক্ষান্তরে, নির্জ্ঞান স্তরের কামনা-বাসনা অনেক সময় রোগ-লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

(৫) অবচেতন স্তরের মানসবৃত্তিগুলিকে নিজ চেষ্টিয়ে চেতন-স্তরে আনা সম্ভব। পক্ষান্তরে, নিজ্ঞানের অবদমিত কামনা-বাসনাসমূহকে প্রচেষ্টার দ্বারা চেতন মনে আনা যায় না। সংবেশন, স্বপ্নবিশ্লেষণ, ইত্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগ করেই নিজ্ঞান মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

১০. শিক্ষা সম্পর্কে প্রচেষ্টা ও ভ্রম সংশোধন মতবাদ। =10

অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টার দ্বারা প্রতিক্রিয়া-ছাঁদের উপযুক্ত পরিবর্তনসাধনকে শিক্ষণ বলে।

মনোবিদ উওয়ার্থ (Woodworth) বলেন, 'শিক্ষণ হল এমন আচরণ বা ক্রিয়া যা পরবর্তী আচরণের ওপর একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যায় এবং তার ফলে প্রতিক্রিয়ার সংস্কার সাধন হয়।

: প্রচেষ্টা ও ভ্রম-সংশোধন মতবাদ:-

থর্নডাইক (Thorndike) ও হাল্ (Hull) এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। থর্নডাইকের মতে, শিক্ষণ হল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে উপযুক্ত সম্বন্ধ স্থাপন। শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণী সঠিক প্রতিক্রিয়াটির

সন্ধান পায়। সঠিক প্রতিক্রিয়াটি অন্বেষণের জন্যে প্রাণীকে একে একে ভ্রান্ত প্রচেষ্টাগুলি পরিহার করতে হয়। শিক্ষণ-প্রণালীর দ্বারা প্রাণী তার ভ্রান্ত প্রচেষ্টাগুলিকে একে একে বর্জন ক'রে উপযুক্ত বা সঠিক প্রতিক্রিয়াটির সন্ধান পায়।

মুরগী-শাবক, বিড়াল, কুকুর এবং বানবের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থর্নডাইক এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রাণীদের শিক্ষণ একটি অন্ধ ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যে-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্রান্ত প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে সংশোধন করে প্রাণী সঠিক প্রতিক্রিয়াটির সন্ধান পায়।

থর্নডাইকের মতে, প্রাণীদের শিক্ষণ বুদ্ধি বা বিচারগত নয়। 'বুদ্ধি' বলতে থর্নডাইক সেই সামর্থ্যকে মনে করেন, যার দ্বারা প্রাণী তার অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে পারে। তাঁর পরীক্ষিত বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে থর্নডাইক এমন কোন দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করেন না যাতে বলা চলে যে, প্রাণী তার অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে পেরেছে। কাজেই, থর্নডাইকের দীর্ঘ গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত হল প্রাণীদের শিক্ষণ বুদ্ধি বা বিচারগত নয়, তা হল অন্ধ ও যান্ত্রিক। যান্ত্রিক নিয়মে, প্রচেষ্টা ও ভ্রম-সংশোধনের মাধ্যমে, প্রাণী শিক্ষালাভ করে।

থর্নডাইকের বিভিন্ন পরীক্ষণের মধ্যে বিড়ালের ওপর পরীক্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোহার গরাদবিশিষ্ট একটি ঝাঁধা-পিঞ্জর নির্মাণ করা হয় যার দরজা-সংলগ্ন একটি বোতাম বা তার থাকে এবং ঐ বোতামে চাপ দিলে অথবা তারে টান দিলে দরজাটি উন্মুক্ত হয়। একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে ঐ ঝাঁধা-পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে পিঞ্জরের বাইরে কিছুটা দূরত্বে বিড়ালের খাদ্য মাছ রাখা হয়। বিড়ালটি প্রথমে নানারকম অসার্থক প্রচেষ্টা, যথা, লাফ-ঝাঁপ, খাঁচাটিকে আঁচড়ানো, কামড়ানো, নাড়ানো, গরাদের মধ্যে দিয়ে মুখ বার করা, ইত্যাদি করতে করতে কোন একসময় আকস্মিকভাবে দরজা-সংলগ্ন বোতামটিতে চাপ দেয় অথবা তারটি ধরে টান দেয় এবং দরজাটি উন্মুক্ত হয়। বিড়ালটি তৎক্ষণাৎ পিঞ্জরের বাইরে এসে মাছ খায় ও তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। ঝাঁধা পিঞ্জরে আবদ্ধ বিড়াল কিন্তু প্রথমবারের পরীক্ষণেই বলা যাবে না যে, 'কিভাবে দরজা খুলে মাছ খেতে হবে'- এ সম্পর্কে বিড়ালটির শিক্ষা লাভ হয়েছে; কেননা প্রথমবার আকস্মিকভাবে সে দরজাটি খুলেছে, দরজা খোলার কৌশল আয়ত্ত করেনি। বিড়ালটির, শিক্ষণ-প্রণালী জানবার জন্যে, একারণে, থর্নডাইক তাকে পুনরায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঝাঁধা-পিঞ্জরে আবদ্ধ করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, দ্বিতীয় বারে বিড়ালটি প্রথমবারের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে দরজা-সংলগ্ন বোতাম টিপে বা তার টেনে তৎক্ষণাৎ বাইরে আসতে পারে না, এবং এবারও পূর্বের মতো আঁচড়ানো, কামড়ানো ইত্যাদি ভ্রান্ত প্রচেষ্টা করতে করতে কোন এক সময় সঠিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বাইরে আসতে সমর্থ হয়। এভাবে বার বার ক্ষুধার্ত বিড়ালটিকে পিঞ্জরে আবদ্ধ রেখে থর্নডাইক লক্ষ্য করেন যে, ভ্রান্ত প্রচেষ্টার সংখ্যা ও পিঞ্জরের বাইরে আসার সময় ক্রমশই কমতে থাকে এবং কোন এক

সর্বশেষ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিড়ালটি ভ্রান্ত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে, পিঞ্জরে আবদ্ধ হবার পরমুহূর্তে সঠিক প্রচেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ বোতাম টিপে অথবা তার টেনে পিঞ্জরের বাইরে এসে মাছ খেতে সমর্থ হয়। এমন অবস্থায় বলতে হয় যে, বিড়ালটি সমস্যা সমাধান করতে শিক্ষালাভ করেছে, অর্থাৎ 'কিভাবে পিঞ্জরের দরজা খুলে বাইরে এসে খেতে হয়' বিড়ালটি সে সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেছে।